দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 05 MAY 1989
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

76

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অনিয়ম প্রসংগে

গত ১৯-৩-৮৯ইং এবং ২০-৩-৮৯ইং তারিখে দৈনিক "সংবাদ" পত্রিকায় যথাক্রমে "সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ ও কিছু কথা" এবং 'শিক্ষা বিভাগের সাম্প্রতিক অবস্থা শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ দু'টি আমার দৃষ্টি গোচর হয়। পত্র লেখকদ্বয়কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৯৮৮ সনের ডিসেম্বর মাসের নিয়োগে "সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার" পদে আমিও একজন বহিরাগত প্রার্থী ছিলাম। পরীক্ষাও আমার আশানুরূপ হয়েছিল, কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে আমি নিয়োগপত্র পেলাম না তা আর জানবার সুযোগ হয়নি। পত্র লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী কারণ অনুসন্ধান করে জানা যায়। সরকারী নিয়ম বিধি লঙ্ঘন করে এবং অধিদপ্তরের পূর্বে অনুসৃত নীতি ও নিয়ম বিসর্জন দিয়ে কেবল মাত্র ব্যক্তিস্বার্থ কায়েমের উদ্দেশ্যে ৩০০ (তিনশত) সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদের মধ্যে ২২৫টি পদে নিয়োগ দান করা হয়েছে। অবশিষ্ট পদগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যোগ্য শিক্ষকদের অভাবে তাদের জন্য "রিজার্ভ" অজুহাতে খালি রাখা হয়েছে। শিক্ষকদের কোটায় যে ৭৫টি পদ ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে সেগুলো বহিরাগত যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে পূরণ করা হলে সরকারী কোন বিধি লঙ্ঘিত হতো অধিদপ্তরের নিকট থেকে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার দাবী রাখে।

এই ৭৫টি পদ খালি না রেখে যদি সরকারী নিয়োগ বিধি অনুযায়ী বহিরাগত যোগ্য প্রার্থী দ্বারা পূরণ করা হতো তাহলে একদিকে যেমন ৭৫টি ছেলে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেত অন্যদিকে ঐ পরিবারগুলো পেত অর্থনৈতিক মুক্তি।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সার্বজনীন করার কথা ভাবছেন। কিন্তু এই ভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতি চলতে থাকলে ২০০০ সাল কেন আগামী ৫০ বৎসরেও প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা যাবে কিনা সন্দেহ।

তাই এ ব্যাপারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা সচিব সাহেবের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে সুষ্ঠু ও ন্যায় ভিত্তিক তদন্তের মাধ্যমে ১৯৮৮ সনের সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদে নিয়োগের বিষয়টি পুনঃ বিবেচনার ব্যবস্থা করতঃ বহিরাগত প্রার্থীদের প্রতি সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করার জন্য দাবী জানাচ্ছি।

মোঃ শহীদ ইসলাম,
মহসীন হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ চাই

নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার হোসেননগর একটি জনবহুল ও বৃহৎ গ্রাম। এই গ্রামে বেলাব উপজেলার সবচেয়ে পুরাতন বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অতি করুণ অবস্থায় আছে। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টি বেশ কয়েকবার সরকারী কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের পর রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বিদ্যালয়টি আজ পর্যন্ত সরকারীকরণ হয়নি। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে এই গ্রামেরই একজন মহিলাসহ ৪।৫ জন শিক্ষক যুবক বিদ্যালয়টির শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তারা বিনাপারিশ্রমিকে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষকতা করছেন দীর্ঘ ১৬-১৭ বছর। এখন তাদের পক্ষে বিদ্যালয়টি পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে। তাই এ গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের শিশুরা শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতে চলেছে। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে কয়েক শ' ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। বিদ্যালয়টি যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দূরদূরান্তে যেয়ে লেখাপড়া করতে পারবে না এবং শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবে।

সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি আবেদন, বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ করে এলাকার শিশু-কিশোরদের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ অব্যাহত রাখবেন।

হোসেননগর গ্রামবাসীর পক্ষে—
এ,কে,এম তারেক
গ্রাম ও ডাকঘর-হোসেননগর,
বেলাব, নরসিংদী।